সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৩২
WEEKLY BOOKLET:332

প্রায় ২৩ বছর আগের বয়ান

সাদের বোতল

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মদের বোতল(৯)

আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়াঃ হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই **"মদের বোতল"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে জায়গা নসীব করো এবং তার মা-বাবাসহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে এক মহিলা আরয করলো: আমার যুবক ছেলে মারা গেছে, কোন পদ্ধতি বলে দিন যাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে আমল বললেন। সে তার মরহুম ছেলেকে স্বপ্নে দেখলো, কিন্তু এই অবস্থায় দেখলো যে, তার শরীরে আলকাতরার পোশাক, গলায় শিকল ও পায়ে

১. আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর শুরুর দিকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হওয়া বিভিন্ন অডিও বয়ানকে লিখিত ভাবে "ফয়যানে বয়ানাতে আত্তার" নামে আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) এর বিভাগ "বয়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত" এর পক্ষ থেকে সংযোজন ও বিয়োজন সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেই বয়ানগুলো থেকে এখন "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন" বিভাগ ৯ জুন ২০০০ ইংরেজীতে হওয়া একটি বয়ান "মদের বোতল" কে আলাদা ভাবে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করছে।

www.dawateislami.net

বেড়ী বাধা ছিলো, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সেই মহিলা কেঁপে উঠলো! সে দ্বিতীয় দিন এই স্বপ্ন হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে শুনালো, শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই ব্যথিত হলে। কিছুদিন পর হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে একটি ছেলেকে দেখলেন, যে জান্নাতে একটি আসনে মাথায় মুকুট সাজিয়ে বসে আছে। তাঁকে দেখে সে বলতে লাগলো: "আমি হলাম সেই মহিলার ছেলে, যে আপনাকে আমার অবস্থা বলেছিলো।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তার কথা মতো তো তুমি আযাবে ছিলো, এই পরিবর্তন কিভাবে হলো? মরহুম বললো: কবরস্থানের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলো এবং সে মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করলো, তার দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে আল্লাহ পাক আমরা পাঁচশ ষাটজন কবরবাসী থেকে আযাব উঠিয়ে নিলেন।

(কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা, ১-২ পৃষ্ঠা। আত তাযকিরা বিআহওয়ালিল মউত, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদের বোতল

হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার মদীনা মুনাওয়ারার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি এক যুবককে দেখলেন, যে কাপড়ের নিচে মদের বোতল লুকিয়ে চলে যাচ্ছিলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে যুবক! এই বোতলে কি নিয়ে যাচ্ছো? যুবকের প্রচন্ড অনুশোচনা হলো যে, আমি কিভাবে বলবো এই বোতলে মদ রয়েছে? তখন সেই যুবক মনে মনে দোয়া করলো: হে আল্লাহ! আমাকে হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হওয়া থেকে বাঁচাও! আমার দোষ গোপন করে দাও, আমি আর কখনোই মদ পান করবো না। যুবকটি হযরত ওমরকে উত্তর দিলো: আমিরুল

www.dawateislami.net

মুমিনীন! এতে সিরকা রয়েছে। তিনি বললেন: আমাকে দেখাও তো! অতএব তিনি যখন দেখলেন তখন তাতে সিরকাই ছিলো।

(নেকীর দাওয়াত, ৪০৫ পৃষ্ঠা। মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন, যখন একজন বান্দা অন্য বান্দার ভয়ে একনিষ্ঠ অন্তরে তাওবা করলো তখন আল্লাহ পাক তার মদকে সিরকায় পরিবর্তন করে দিলেন। অনুরূপ ভাবে যদি কোন গুনাহগার বান্দা নিজের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে তাওবা করে নেয়, তবে আল্লাহ পাক তার অবাধ্যতার মদকে আনুগত্যের সিরকায় পরিবর্তন করে দেন। তাছাড়া এটাও জানা গেলো যে, তাওবা মুখ না নাড়িয়ে মনে মনেও করা যায় যে, হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ অর্থাৎ লজ্জিত হওয়া হলো তাওবা।" (ইবনে মাজাহ, ৪/৪৯২, হাদীস ৪২৫২) এটা জানা গেলো যে, হাত উঠিয়ে মুখে দোয়া প্রার্থনা করা জরুরী নয় বরং শুয়ে শুয়ে, বসে বসে, হাঁটতে হাঁটতে, মুখ না নেড়ে মনে মনেও দোয়া করা যায়।

মদের নিন্দায় আয়াতে মুবারাকা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর অপবিত্রই, শয়তানী কাজ। সুতরাং তা থেকে বেচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো। শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও

www.dawateislami.net

عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّنۡتَهُوۡنَ ﴿۹۱﴾

(পারা ৭, আল মায়েদা, ৯০-৯১)

নামাযে বাধা দেবে। তবে কি তোমরা বিরত হবে?

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াতে মদ এবং জুয়ার পরিণতি এবং ক্ষতি বর্ণনা করা হয়েছে: মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ীর প্রকাশ্য ও দুনিয়াবী ক্ষতি তো এটাই যে, এতে পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর প্রকাশ্য ও দুনিয়াবী ক্ষতি হলো, যে ব্যক্তি এই খারাপ কাজে লিপ্ত হবে সে আল্লাহর যিকির ও নামাযের নিয়মানুবর্তিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেলো যে, যেই বিষয় আল্লাহ পাকের যিকির ও নামায থেকে বাঁধা প্রদান করে তা মন্দ ও বর্জনীয়। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ৭, আল মায়েদা, ৯১ নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/২৬) এক বর্ণনায় রয়েছে যে, জিব্রাঈল আমীন عَلَیۡهِ السَّلَام হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন যে, আল্লাহ পাকের জাফর তৈয়্যারের চারটি স্বভাব পছন্দ। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জাফর তৈয়্যার رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কে জিজ্ঞাসা করলেন: তিনি আরয করলেন: একটি স্বভাব তো এটাই যে, আমি কখনো মদ পান করিনি, অর্থাৎ হারাম হওয়ার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও কখনো মদ পান করিনি এবং এর কারণ ছিলো; আমি জানি যে, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পায় এবং আমি চাই যে, আমার জ্ঞান যেনো আরো প্রখর হয়। দ্বিতীয় স্বভাব হলো যে, জাহেলিয়্যতের যুগেও আমি কখনো মূর্তি পূজা করিনি, কেননা আমি জানতাম যে, এগুলো হলো পাথর, না কোন উপকার করতে পারে আর না কোন ক্ষতি। তৃতীয় স্বভাব হলো যে, আমি কখনোই যেনায় লিপ্ত হইনি, কেননা আমি এতে নিলর্জ্জতা

www.dawateislami.net

মনে করতাম। চতুর্থ স্বভাব হলো যে, আমি কখনোই মিথ্যা কথা বলিনি, কেননা আমি একে খারাপ প্রকৃতির মনে করি। (তাফসীরাতে আহমদীয়া, ১০১ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللّٰه! কতইনা সুন্দর স্বভাবের ছিলেন। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যদি মদের একটি ফোঁটা কূপে পড়ে যায় অতঃপর সেই জায়গায় মিনার বানানো হয় তবে আমি এতে আযান দিবো না, আর যদি নদীতে মদের এক ফোঁটা পড়ে যায় অতঃপর নদী শুকিয়ে যায় আর সেখানে ঘাস জন্মায় তবে আমি এতে আমার পশুদের চড়াবো না।

(তাফসীরে নাফসী, ২য় পারা, আল বাকারা, ২১৯ নং আয়াতের পাদটীকা, ১১৩ পৃষ্ঠা)

মদের নিন্দায় মুস্তফার সাতটি বাণী

(১) হযরত ওয়াইল হাযরামী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তারিক বিন সুয়াইদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ মদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তখন হুযুর صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিষেধ করে দিলেন, তিনি আরয করলেন: আমি শুধু ঔষধ হিসেবে মদ বানাই। রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা ঔষধ নয় বরং রোগ। (মুসলিম, ৮৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫১৪১)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মদ পান করবে ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না কিন্তু যদি সে তাওবা করে নেয় তবে আল্লাহ পাক তার তাওবা কবুল করে নিবেন। অতঃপর যদি আবারো সে মদ পান করে তবে আবারো ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না কিন্তু যদি সে তাওবা করে নেয় তবে আল্লাহ পাক তার তাওবা কবুল করে নিবেন। অতঃপর যদি সে তৃতীয়বার মদ পান করে নেয় তবে আবারো ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না কিন্তু যদি সে তাওবা করে

www.dawateislami.net

নেয় তবে আল্লাহ পাক তার তাওবা কবুল করে নিবেন। অতঃপর যদি চতুর্থবার সে মদ পান করে নেয় তবে আবারো ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না কিন্তু এরপর যদি সে তাওবা করে নেয় তবে তার তাওবা কবুল হবে না[১] এবং তাকে নাহরুল খাবাল থেকে পান করানো হবে।: আবারো ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না কিন্তু যদি সে তাওবা করে নেয় তবে আল্লাহ পাক তার তাওবা কবুল করে নিবেন।" বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, নাহরুল খাবাল কি? তখন তিনি বললেন: ঐ নদী, যা দোযখীদের পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত হয়েছে। **(তিরমিযী, ৩/৩৪১, হাদীস ১৮৬৯)**

(৩) হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সর্বদা মদ পানকারী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং জাদুকে সত্যায়নকারী।"[২] **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৭/১৩৯, হাদীস ১৯৫৮৬)**

---

১. শায়খে মুহাক্কিক শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: চতুর্থবার মদ পান করার পর যে "তাওবা কবুল না হওয়া" এর ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে, তা গুনাহের ভয়াবহতাকে বর্ণনা করা এবং ভয় দেখানোর জন্য করা হয়েছে, কেননা মূলত যদি সত্যিকার তাওবা করা হয় তবে আল্লাহ পাকের দয়ায় তা অবশ্যই কবুল করা হবে। অথবা এর উদ্দেশ্য হলো যে, চতুর্থবার পান করার পর আল্লাহ পাক তাকে তাওবা করার তৌফিকই দিবেন না বরং সে গুনাহের ধৃষ্টতার উপরই মরবে। **(লুমআতুল তানকিহ, ৬/৪৩০, ৩৬৪৩নং হাদীসের পাদটীকা)**

২. হযরত আল্লামা আলী কারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের এই অংশ "এবং জাদুর সত্যায়নকারী" এর আলোকে বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি, যে জাদুর প্রভাবের (অর্থাৎ এতে আল্লাহর দান ব্যতীত স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাব হওয়াকে) স্বীকার করে। **(মিরকাত, ৭/২৪২, ৩৬৫২নং হাদীসের পাদটীকা)**

www.dawateislami.net

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: স্থায়ীভাবে মদপানকারী যদি এই অবস্থায় মারা যায় তবে সে আল্লাহ পাকের দরবারে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে, যেনো একজন মূর্তিপূজারী।[১]

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৫৮৩, হাদীস ২৪৫৩)

(৫) হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক মদের ব্যাপারে ১০ ব্যক্তির উপর অভিশাপ দিয়েছেন: (১) মদ প্রস্তুতকারীর উপর (২) মদ প্রস্তুতের আদেশদাতার উপর (৩) মদ পানকারীর উপর (৪) মদ বহনকারীর উপর (৫) ঐ ব্যক্তির উপর যার নিকট মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো (৬) মদ পরিবেশনকারীর উপর (৭) মদ বিক্রির টাকা ভক্ষণকারীর উপর (৮) মদ বিক্রেতার উপর (৯) মদ ক্রেতার উপর (১০) ঐ ব্যক্তির উপর যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়েছে।

(তিরমিযী, ৩/৪৭, হাদীস ১২৯৯)

(৬) হযরত আবু মালেক আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে আর এর নাম পরিবর্তন করে অন্য কিছু রাখবে, তাদের মাথার উপর বাজনা বাজানো হবে আর গায়িকারা গান গাইবে। আল্লাহ পাক

১. অর্থাৎ তাওবা করা ব্যতীত মদ্যপায়ী অবস্থায় মরবে, তবে আল্লাহ পাক তার প্রতি এমন অসন্তুষ্ট হবে, যেমন মূর্তিপূজারীর উপর অসন্তুষ্ট হবেন, কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক মদকে মূর্তির সাথে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মদ্যপায়ী যদি নেশায় মত্ত হয়ে মূর্তিপূজা করে তবে তাতে আশ্চার্যের কিছু নেই যে, জ্ঞানহীন মানুষ সবকিছুই করতে পারে তবে মদ মূর্তিপূজার কারণ হতে পারে, মোটকথা এই শাস্তিবার্তা অনেক কঠোর।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩৩৭)

www.dawateislami.net

তাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে দিবেন আর তাদের মধ্যে কিছু লোককে বানর ও শুকর বানিয়ে দিবেন। (ইবনে মাজাহ, ৪/৩৬৮, হাদীস ৪০২০)

(৭) হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আমার সম্মানের শপথ! আমার যেই বান্দা মদের এক চুমুকও পান করবে, আমি তাকে ততটুকু পুঁজ পান করাবো আর যে বান্দা আমার ভয়ে তা ছেড়ে দিবে, আমি তাকে হাউসে কুদুস (অর্থাৎ জান্নাতী ঝর্ণা) থেকে পান করাবো।

(মুসনাদে আহমদ, ৮/২৮৬, হাদীস ২২২৮১)

মদ কাকে বলে?

ঐ সকল পানীয় (Liquid), যা পান করাতে নেশা (Intoxication) হয়, তা মদ, তা যেকোন জিসিন দ্বারা বানানো হোক না কেন। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/২০৫)

মদ পান করার হুকুম

মদ পান করা কঠোর কবীরা গুনাহ। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/১০১)

মদ পান করার কিছু কারণ

(১) মদ পানকারী লোকদের সাথে উঠা বসা (২) অজ্ঞতা (যেমনটি অনেকে এটা মনে করে যে, মদ পান করাতে দুঃখ দূর হয়ে যায়) (৩) নাচ গানের অনুষ্ঠানে (Function's) অংশগ্রহণ করা, বিশেষ করে Dance club's এ যাওয়া (এমন জায়গায় মদ্যপান সাধারণ বিষয় এবং অপরের দেখাদেখি নিজেও এই গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে)।

www.dawateislami.net

মদের ক্ষতিসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদের অসংখ্য শারীরিক ও চারিত্রিক এবং সামাজিক ক্ষতি রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো, যেমনটি;

মদের শারীরিক ক্ষতিসমূহ

(১) কোন এক বিশেষজ্ঞের বর্ণনা হলো যে, প্রথমেই মানুষের শরীর মদের ক্ষতির প্রভাবের মোকাবেলা করে নেয় আর মদ পানকারীর আনন্দ অনুভব হয় কিন্তু দ্রুতই মানুষের ভেতর সহ্য করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায় আর মদের ক্ষতিকর প্রভাব নিজের কাজ শুরু করে দেয়। (২) মদের সবচেয়ে বেশি প্রভাব যকৃতের (Liver) উপর হয়ে থাকে আর যকৃত খারাপ হতে থাকে। (৩) মদের কারণে কিডনীর (Kidneys) উপর বোঝা বেড়ে যায় আর অবশেষে কিডনী ফেল হয়ে যায়। (৪) মদের কারণে মস্তিষ্ক এবং পাকস্থলী ফুলে যায় আর হাঁড় নরম ও দূর্বল হয়ে যায়। (৫) মদের কারণে শরীরে বিদ্যমান ভিটামিনও (Vitamins) দ্রুত শেষ হয়ে যায় আর পাশাপাশি ক্লান্তি, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব ও পিপাসার তীব্রতাও বেড়ে যায়। (৬) বেশি পরিমাণে মদ পানকারীর কলিজা ও নিঃশ্বাস নেয়ার কার্যক্রমও বাঁধাগ্রস্ত হয় আর সে দ্রুত মৃত্যুর শিকারও হতে পারে। (৭) কোন বিশেষজ্ঞের বর্ণনা হলো যে, ১২ থেকে ২৩ বছর বয়সে মদের অভ্যাসকারীদের মধ্যে ৫১ ভাগ লোক মারা যায়। আরো একটি প্রসিদ্ধ গবেষকের উক্তি হলো যে, ২০ বছর বয়স থেকে মদ পানকারী অধিকাংশ লোক ৩৫ বছরের বেশি বাঁচে না। **(মন্দের মূল, ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

মদের চারিত্রিক ও সামাজিক ক্ষতিসমূহ

(১) হাজারো মানুষ মাতালদের হাতে নির্দোষভাবে নিহত হচ্ছে। (২) মদ্যপায়ী স্বামীর হাতে স্ত্রী নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে। (৩) অনেক মহিলা মদ্যপায়ী লোকের পক্ষ থেকে যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। (৪) মদ্যপায়ী পিতামাতার সন্তানরাও সাধারণ শিশুদের তুলনায় বেশি রোগাক্রান্ত ও দূর্বল হয়ে থাকে। (৫) এই ক্ষতিও হয়ে থাকে যে, মদ্যপায়ী ব্যক্তির পরিবার এবং বন্ধু বান্ধব তার প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি এবং একনিষ্টতা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৭ম পারা, আল মায়েদা, ৯০ নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/২২)

মদ এবং মদ্যপায়ী থেকে দূরে থাকাতেই নিরাপত্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদের অসংখ্য ক্ষতির কারণেই ইসলাম মদকে হারাম করেছে আর দেখা যায় যে, যেকোন বুদ্ধিমান মানুষ ঐ জিনিসের দিকে হাত বাড়াতে পারে না, যার ক্ষতি অনেক বেশি। উম্মতের কল্যাণকামী, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আল্লাহ পাক এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে এমন দস্তরখানায় বসবে না, যাতে পান করা হয়। (তিরমিযী, ৪/৩৬৬, হাদীস ২৮১০) তাছাড়া একবার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে লোক দুনিয়ায় কোন নেশাকারীর পাশে এলো, আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দিবেন এবং তারা জাহান্নামে একে অপরকে এসে গালমন্দ করবে যে, তুমিই আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে গেছো। (কিতাবুল কাবাইর লিয যাহবী, ৯৫ পৃষ্ঠা) তাই এরূপ বৈঠক বা পার্টি ইত্যাদি না নিজের করবে, যেখানে মদ পান করা হয় আর না এরূপ বৈঠক বা পার্টিতে অংশগ্রহণ করবে। যদি মনে এই খেয়াল আসে

www.dawateislami.net

যেম মদ তো আগত অমুসলিমদের জন্য রাখবো, নিজেরা পান করবো না তবে এই মাসআলা মনে রাখুন যে, কোন অমুসলিমকে মদ পান করানোও হারাম এবং পরিবেশনকারী প্রচন্ড গুনাহগার হবে। (হেদায়া, ২/৩৯৮)

মদ্যপানের অভ্যাস কিভাবে দূর করবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কারো مَعَاذَالله মদ্যপানের অভ্যাস হয়ে গেছে তবে তাকে এই মন্দ অভ্যাস থেকে পিছু ছাড়ানোর জন্য এই কাজগুলো করা অতিশয় উপকারী: (১) সর্বপ্রথম এমন বন্ধু এবং বৈঠক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন, যেখানে মদের ব্যবহার হয়ে থাকে। (২) মদ্যপান করা থেকে সত্যিকার তাওবা করে আল্লাহ পাকের নিকট এই দোয়া প্রার্থনা করুন যে, তিনি যেনো মদ থেকে সর্বদা দূরে থাকার তৌফিক এবং সামর্থ্য প্রদান করে। (৩) মদের অভ্যাস ছাড়ানোর জন্য যদি চিকিৎসা করাতে হয় তবে তাও করান। (৪) সম্ভব হলে তবে হালাল উপার্জন ও খাওয়া ব্যতীত যেই সময় পাবেন তা উদসীনতায় অতিবাহিত করার পরিবর্তে নেকীর কাজ যেমন; সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, আশিকানে রাসূলের সাহচর্য এবং মাদানী কাফেলায় সফর করে অতিবাহিত করুন। (৫) যদি কখনো শয়তান আবারো মদ্যপানে উদ্ভুদ্ধ করা শুরু করে তবে হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত ঐ আযাব সমূহের কল্পনা নিজের অন্তরে জড়ো করুন: মদ পান করলে তবে কিয়ামতের দিন পিপাসার্ত উঠানো হবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/২৭৪, হাদীস ১৫৪৮২) মদ পান করলে তবে দোযখে ফিরিশতা লোহার দন্ড দ্বারা মারবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/১৮২, হাদীস ৪৩) মদ পান করলে তবে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবো না। (ইবনে মাজাহ, ৪/৬২, হাদীস ৩৩৭৬) মদ পান করলে তবে অভিশাপের অধিকারী হবো। (ইবনে মাজাহ, ৪/৬৪, হাদীস ৩৩৮০) মদ পান করলে

www.dawateislami.net

তবে দোযখে উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে। (মুসনাদে আহমদ, ৮/২৮৬, হাদীস ২২২৮১) মদ পান করলে তবে কবরে শুকর বানিয়ে দেয়া হবে।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৩৬৪, হাদীস ৪০২০। ইসলাম মে শরাব কি হায়সিয়্যত, ২১-২৩ পৃষ্ঠা)

তাওবার উৎসাহ

তাওবার অনেক গুরুত্ব রয়েছে আর এটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের তাওবার মতো নেয়ামত দান করেছেন। বান্দা কত সৌভাগ্যবান যে, যদি মানবিক চাহিদার কারণে তার মিথ্যা, গীবত, মদ্যপান বা অন্য কোন গুনাহ সম্পাদন হয়ে যায় অতঃপর আল্লাহ পাকের দরবারে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেয়, তবে সে ক্ষমা পেয়ে যায়। কুরআনে পাকে তাওবা করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ

(পারা ২৮, তাহরীম, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর প্রতি এমন তাওবা করো যা আগামীর জন্য উপদেশ হয়ে যায়।

অপর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে:

وَ هُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ

(পারা ২৫, শূরা, আয়াত ২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তিনিই, যিনি আপন বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ মার্জনা করেন।

হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ অর্থাৎ গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যেনো সে গুনাহই করেনি। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪৯১, হাদীস ৪২৫০)

www.dawateislami.net

সুতরাং প্রত্যেক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের উচিৎ যে, তারা যেনো তাওবা করাতে উদাসীনতা না করে।

জব কাহা ইচইয়াঁ সে মে নে সখত লাচারোঁ মে হোঁ
জিন কে পাল্লে কুছ নেহী হে উন খরিদারোঁ মে হোঁ
তেরি রহমত কেলিয়ে শামিলে গুনাহগারোঁ মে হোঁ
বোল উঠি রহমত না ঘাবড়া মে মদদগারোঁ মে হোঁ

গুনাহের স্মরণ ঘামে ভিজিয়ে দিলো

হযরত উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় অলী আল্লাহ ছিলেন। একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একটি বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন, ভাবাবেগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘামে ভিজে গেলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলো: হুযুর! এখানে আপনার এই অবস্থা কেন হয়ে গেলো? বলতে লাগলেন: এক সময়ে এই বাড়িতে আমার দ্বারা কোন গুনাহ সম্পাদিত হয়েছিলো সুতরাং যখনই আমি এখান দিয়ে যাই তখন আমার সেই গুনাহ প্রবলভাবে মনে পড়ে যায় আর আমার খুবই লজ্জা হয়, এই কারণে এখানে আমার এই অবস্থা হয়েছে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/২৪৬, নাম্বার ৮৪৭১)

হযরত উতবাতুল গোলামের তাওবা

হযরত উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন এক যুগে অনেক বড় গুনাহ করতো, মদ পান করতো এবং অন্যান্য খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতো। তার সংশোধনের কারণ কি ছিলো? তা অন্তরের কানে শুনুন: একবার হযরত হাসান বসরী কোন এক ইজতিমায় বয়ান করছিলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পারা ২৭ সূরা হাদীদের ১৬ নং আয়াতের এই অংশ তিলাওয়াত করলেন:

www.dawateislami.net

ﺍَﻟَﻢۡ ﻳَﺎۡﻥِ ﻟِﻠَّﺬِﻳۡﻦَ ﺍٰﻣَﻨُﻮۡۤﺍ ﺍَﻥۡ ﺗَﺨۡﺸَﻊَ ﻗُﻠُﻮۡﺑُﻬُﻢۡ ﻟِﺬِﻛۡﺮِ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻧَﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟۡﺤَﻖِّ ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ওই সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে আল্লাহ্র স্মরণ ও ওই সত্যের জন্য, যা অবতীর্ণ হয়েছে?

হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই আয়াতের বর্ণনা করতে লাগলেন, তাঁর মুখে এমন প্রভাব ছিলো যে, লোকেরা শুনে কান্না করতে লাগলো, এমন সময় এক যুবক দাঁড়িয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো: হে শায়খ! যদি আমার মতো গুনাহগারও নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে তবে কি আল্লাহ পাক কবুল করবেন? হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হ্যাঁ। আল্লাহ পাক তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। হযরত উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও সেখানে পাশে বসে ছিলেন, যখন তিনি এই কথা শুনলেন তখন তার চেহারা হলদে হয়ে গেলো, থরথর করে কাঁপতে লাগলেন এবং তাঁর মুখ থেকে একটি চিৎকার বের হলো আর বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরবী ভাষায় কয়েক লাইন কবিতাটি পাঠ করলেন, যার অনুবাদ কিছুটা এরূপ: হে আল্লাহর অবাধ্য যুবক! জানো অবাধ্যতার শাস্তি কি? অবাধ্যতার জন্য রয়েছে শোরগোলের জাহান্নাম এবং হাশরের দিন আল্লাহ পাকের প্রবল অসন্তুষ্টি। যদি তুমি জাহান্নামের আগুনের প্রতি রাজি থাকো তবে নিশ্চয় গুনাহ করতে থাকো, অন্যথায় গুনাহ থেকে বিরত হয়ে যাও। তুমি তোমার গুনাহের পরিবর্তে নিজেকে বন্ধক রেখে দিয়েছো, তাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করো। হযরত উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আবারো চিৎকার দিলেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেলেন, যখন হুঁশ ফিরে এলো তখন বলতে লাগলেন: হে শায়খ! আমার

www.dawateislami.net

মতো জগদ্বীখ্যাত গুনাহগারেরও কি আল্লাহ পাক তাওবাও কবুল করে নিবেন? হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: মার্জনাকারী আল্লাহ অত্যাচারী বান্দাদেরও তাওবা কবুল করে নেন।

হযরত উতবাতুল গোলাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তখন মাথা তুলে আল্লাহর নিকট তিনটি দোয়া করলেন: (১) হে আল্লাহ! যদি তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা এবং আমার তাওবা কবুল করে নাও তবে আমাকে এমন স্মরণশক্তি ও জ্ঞান দ্বারা আমাকে সম্মান দান করো, যেনো আমি কুরআনে করীম ও দ্বীনের জ্ঞান থেকে যা কিছু শুনবো, তা কখনো ভুলবো না। (২) হে আল্লাহ! আমাকে এমন কণ্ঠ দান করো যে, আমার কিরাত শুনে কঠিন থেকে কঠিনতর অন্তরও যেনো মোম হয়ে যায়। (৩) হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দান করো আর এমন পদ্ধতিতে দাও, যার আমি কল্পনাও করতে পারবো না। আল্লাহ পাক হযরত উতবাতুল গোলাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর তিনটিই দোয়াই কবুল করে নিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি অনেক শক্তিশালী গেলো, যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কুরআনের তিলাওয়াত করতেন তখন যারা যারা শুনতো তারা গুনাহ থেকে তাওবা করে নিতো এবং তাঁর ঘরে প্রতিদিন এক পাত্র ঝোল ও দু'টি রুটি হালাল রিযিক থেকে পৌঁছে যেতো এবং কেউ জানতোও না যে, কে রেখে গেছে? হযরত উতবাতুল গোলাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্পূর্ণ জীবনে এমনটাই ঘটতে থাকলো। এই ঘটনাটি উদ্ধৃতি করার পর হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এটা এমন লোকের অবস্থা, যিনি আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করেছেন।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

গুনাহ লিপিবদ্ধকারী যুবকের উপর আল্লাহর দয়া

এক যুবক আল্লাহ পাককে অনেক ভয় করতো এবং যখনই তার কোন গুনাহ সম্পাদন হয়ে যেতো, সে তা নিজের ডায়রীতে লিখে নিতো, একবার সেই যুবকের কোন গুনাহ সম্পাদন হলো এবং সে যথারীতি নিজের এই গুনাহ লিখে নেয়ার জন্য নিজের ডায়রী খুললো, তখন তাতে পারা ১৯ সূরা ফুরকান ৭০ নং আয়াতের এই অংশটি লিখা ছিলো:

فَاُولٰٓىِٕكَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ﴿۷۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে এমন লোকদের মন্দকাজগুলোকে আল্লাহ সৎকর্মসমূহে পরিবর্তিত করে দেবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আন্দোলিত হয়ে যান! আল্লাহ পাকের রহমত অনেক প্রশস্ত আর আমরা গুনাহগারদের জন্য তাঁর রহমতের দরজা খোলা রয়েছে, ব্যস আমাদের গুনাহের প্রতি লজ্জিত এবং আফসোস করতে হবে। আমাদের গুনাহ সমূহকে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ঐ যুবক নিজের গুনাহকে স্মরণ রাখার জন্য তা লিখে রাখতো কিন্তু আমরা গুনাহ ভুলে যাই আর অনেক দিনের পুরোনো নেকী স্মরন রাখি আর মাঝে মাঝে মানুষকে বলি। এমন কোন হাজিকে যদি পাওয়া যায়, যে কয়েকবার হজ্জ করেছে আর তার সেই সংখ্যা স্মরণ নেই বরং সবই স্মরণ রাখে এবং অপরকে বলে থাকে যে, আমি এতবার হজ্জ আর এতবার ওমরা করেছি। শুধু তাই নয়, অন্যান্য নেকীর ব্যাপারেও কিছুটা এরূপ যে, অনেক লোককে এরূপ বলতে শুনা যায় যে, আমার এত বছর ধরে দালায়িলুল খয়রাত শরীফ পাঠ করার

www.dawateislami.net

অভ্যাস রয়েছে, সাহেব! আমি প্রতিদিন এত হাজার দরূদ শরীফ পাঠ করি, আমি তো প্রতিদিন এত রাকাত নফল নামায পড়ি ইত্যাদি। এভাবে সবাই নিজের নেকীর সংখ্যা তো মনে রাখে কিন্তু গুনাহের সংখ্যা মনে রাখে না, বরং যদি কোন গুনাহের কারণে আফসোস হয় তখন মনে করে যে, এটা একটা টেনশন, একে ভুলিয়ে দেয়া হোক। অনুরূপ ভাবে নিজের গুনাহ ভুলে যাওয়ার চিন্তায় থাকে, অথচ নিয়ম হলো যে, বান্দা নেকী করে ভুলে যাবে আর গুনাহ মনে রাখবে, কেননা মনে রাখার কোন উপকারীতা নেই বরং যদি নেকী মনে রেখে ভুলতে থাকে এবং অপরকে বলতে থাকে তবে রিয়াকারী অবস্থায় ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে আর গুনাহ মনে রাখার উপকারীতা হলো যে, গুনাহ মনে রাখলে তবে আফসোস হতে থাকেব, মন জ্বলতে থাকবে আর কখনো সত্যিকারের তাওবা তৌফিক নসীব হয়ে যাবে। তাছাড়া যদি গুনাহের প্রতি আফসোস হতে থাকে আর মন জ্বলতে থাকে তবে اِنْ شَآءَ الله তারও উপকার হবে, যেমনটি গুনাহ লিপিবদ্ধকারী যুবকের ঘটনায় আপনারা জানলেন যে, সেই যুবকের যখন কোন গুনাহ হয়ে যেতো তখন সে লজ্জিত হয়ে তা নিজের ডায়রীতে লিখে রাখতো, যার উপকারীতা এটা হলো যে, কুদরতের কালিতে তার ডায়রীতে ১৯তম পারা সূরা ফুরকানের ৭০নং আয়াতের এই অংশ

(فَاُولٰٓىِٕكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۷۰﴾)

লিখে দেয়া হলো।

ইচইয়াঁ সে কভী হাম নে কানারা না কিয়া
পর তু নে দিল আ'যুরদা হামারা না কিয়া
হাম নে তো জাহান্নাম কি বহুত কি তাজভিয
লেকিন তেরি রহমত নে গোয়ারা না কিয়া

www.dawateislami.net

এক মহিলার তাওবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এক রাতে আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে ইশার নামায পড়ে বের হলাম, পথে আমার এক মহিলার সাক্ষাত হলো, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: আমি একটি গুনাহ করেছি, আমি কি তাওবা করতে পারবো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কি গুনাহ করেছো? মহিলাটি বললো: আমি যেনা করেছিলাম আর যখন এই যেনার কারণে বাচ্চার জন্ম হলো তখন আমি তাকে হত্যা করে দিয়েছি। আমি বললাম: তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো, তোমার জন্য কোন তাওবা নেই। সেই মহিলা বেহুঁশ হয়ে পরে গেলো আর আমি আমার পথে চলে গেলাম। তখন আমার মনে খেয়াল আসলো, আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা না করে এই কথাটি কেন বলে দিলাম। অতএব আমি তাঁর খেদমতে এলাম এবং সম্পূর্ণ ঘটনাটি আরয করলাম, প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি খুবই খারাপ কাজ করেছো, তুমি কি এই আয়াতটি পড়োনি:

وَالَّذِیۡنَ لَا یَدۡعُوۡنَ مَعَ اللّٰہِ اِلٰـہًا اٰخَرَ

(পারা ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ওই সব লোক, যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যের পূজা করে না।

আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখনই আমি এই আয়াত শুনলাম, আমি ঐ মহিলার সন্ধানে বের হয়ে গেলাম এবং প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম: আমাকে ঐ মহিলার ঠিকানা বলো, যে আমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলো, এমনকি বাচ্চারা আমাকে পাগল মনে করতে

www.dawateislami.net

লাগলো, অবশেষে আমি সেই মহিলাকে খুঁজে বের করলাম এবং তাকে এই আয়াত শুনালাম, যখন আমি

(فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمۡ حَسَنٰتٍ ؕ)

(পারা ১৯, আল ফুরকান, আয়াত ৭০) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** "তবে এমন লোকদের মন্দকাজগুলোকে আল্লাহ সৎকর্মসমূহে পরিবর্তীত করে দেবেন।" পর্যন্ত শুনিয়ে নিলাম তখন সে খুশিতে পাগল হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলোঃ আমি আমার বাগান আল্লাহ পাক ও রাসূলে জন্য দান করে দিলাম। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়, তাওবার প্রতি কখনোই উদাসীনতা না করা উচিৎ এবং মাঝে মাঝে তাওবা করতে থাকা উচিৎ।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগি কড়ি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককার নামাযী হওয়ার উপায়

খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্জনের জন্য প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা দেখা ও শুনা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সাওয়াবের নিয়্যতে সারা রাত অতিবাহিত করার অনুরোধ

www.dawateislami.net

রইলো, ইজতিমার পর নিশ্চয় সেখানে আরাম করে নিন এবং আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে তবে তাহাজ্জুদও আদায় করুন, প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর এবং প্রতিদিন নিয়মিত পরকালীন চিন্তাভাবনার মাধ্যমে **"নেক আমল"** নামক পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এখানকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস করে নিন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, গুনাহের প্রতি ঘৃণা করা এবং ঈমান হিফাযতের চিন্তায় লিপ্ত থাকার মানসিকতা তৈরী হবে।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net